ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৭৪৮

আগরতলা,২৪ জুলাই,২০২৬

ত্রিপুরায় প্রতিটি উৎসব এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের প্রকৃত চেতনাকে প্রতিফলিত করে : রাজ্যপাল

ত্রিপুরায় প্রতিটি উৎসব সমান উৎসাহ ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে উদযাপিত হয়। যা এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের প্রকৃত চেতনাকে প্রতিফলিত করে। বৈচিত্র্যের মধ্যকার এই ঐক্যই রাজ্য ও দেশের সামাজিক বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করে। আজ সন্ধ্যায় ধর্মনগর টাউন কালীবাড়িতে অনুষ্ঠিত উল্টো রথযাত্রা কার্নিভালের উদ্বোধন করে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু একথা বলেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরা বরাবরই বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক সুন্দর মিলন ক্ষেত্র। রথযাত্রার উৎপত্তি পবিত্র পুরীধামে হলেও ত্রিপুরার মানুষ গভীর ভক্তিভরে এই উৎসবকে আপন করে নিয়েছেন এবং বাঙালি ও জনজাতি উভয় সম্প্রদায়ই অনন্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে একে আরও সমৃদ্ধ করেছেন।

উল্টো রথযাত্রার তাৎপর্য উল্লেখ করে রাজ্যপাল বলেন, পবিত্র রথের প্রত্যাবর্তন আমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়। ভগবান জগন্নাথ যেমন ভক্তদের আশীর্বাদ প্রদান শেষে তার মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন তেমনি আমাদেরও নব উদ্যম, নিষ্ঠা ও সেবার মানসিকতা নিয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে আত্মনিয়োগ করা উচিত। তিনি বলেন, রথযাত্রা উৎসব ত্রিপুরার সম্প্রীতি, ঐক্য ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করে। উল্টো রথযাত্রার মতো উৎসব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্যের বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করে এবং আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যই আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। রাজ্যপাল ত্রিপুরাকে মাদক মুক্ত রাজ্যে পরিণত করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান। তিনি যুব সমাজকে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মাদকাসক্তির অভিশাপ থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বিধায়ক জহর চক্রবর্তী ও বিধায়ক যাদবলাল দেবনাথ, উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, উত্তর ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার অভিনাশ রাই সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক চান্দনী চন্দ্রন। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল শ্রেষ্ঠ রথগুলিকে পুরস্কৃত করেন। প্রথম পুরস্কার পেয়েছে গোপাল জিও মন্দিরের ‘সোনারের বাসা’ রথ, দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছে ‘মন্ডপ পাড়া নং ১’ এবং তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে ‘ইসকনের রথ’। অনুষ্ঠানে ধর্মনগরের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীগণ ধর্মীয় সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন। লোক ভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

*****